বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

মুদ্রানীতি (জানুয়ারী-জুন, ২০১৬-১৭): একটি পর্যালোচনা

জানুয়ারী, ২০১৭

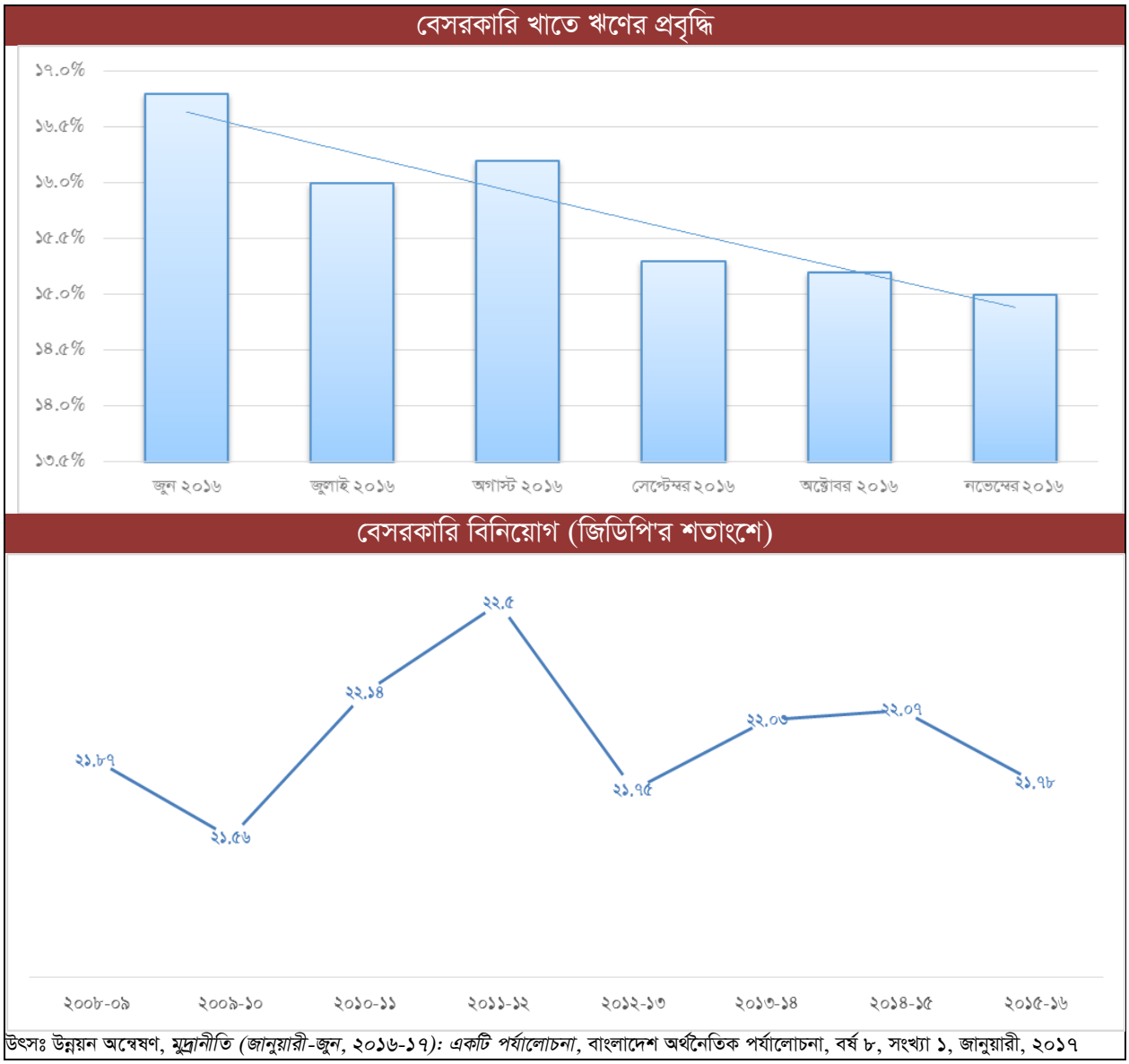

উৎসঃ উন্নয়ন অন্বেষণ, *মুদ্রানীতি (জানুয়ারী-জুন, ২০১৬-১৭): একটি পর্যালোচনা*, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা, বর্ষ ৮, সংখ্যা ১, জানুয়ারী, ২০১৭

স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'উন্নয়ন অন্বেষণ' এর কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের (জানুয়ারী-জুন) জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতির ত্বড়িৎ পর্যালোচনায় প্রকাশ করে যে, সাম্প্রতিক সময়ে বেসরকারি খাতে ক্রমহ্রাসমান ঋণের প্রবৃদ্ধি বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা ও কর্মসংস্থানের অভাব বিশেষ করে যুব বেকারত্বকে দীর্ঘায়ীত করার করবে যা বর্তমানে গৃহীত মুদ্রানীতির কৌশলসমূহের কার্যকারিতাকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করতে পারে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠানটির বাংলাদেশ অর্থনৈতিক পর্যালোচনা ২০১৭ এর জানুয়ারী ইস্যুতে সতর্ক করে বলে হয়েছে যে, গুণগতমান বৃদ্ধি ব্যতীত শুধুমাত্র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি, যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের

দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ১৬.৫ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হতে পারে যা মোট দেশজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে ব্যহত করতে পারে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা লক্ষণীয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপি'র ২২.০৭ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ২১.৭৮ শতাংশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, সরকারি বিনিয়োগ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মোট জিডিপি'র ৬.৮২ শতাংশ থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৭.৬ শতাংশ হয়। বিনিয়োগের গুণক প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বলছে যে, বর্ধিত সরকারি বিনিয়োগ অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগ সম্প্রসারণে সহায়ক হচ্ছে না।

বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি বর্তমান অর্থবছরের জুন মাসের ১৬.৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে অগাস্ট মাসে ১৬.২ শতাংশ, সেপ্টেম্বর মাসে ১৫.৩ শতাংশ ও নভেম্বর মাসে ১৫ শতাংশ হয়। বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধির এই ধারা বিবেচনায় নিয়ে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' আশংকা প্রকাশ করে যে বর্তমান অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের জন্য ঘোষিত মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত বেসরকারি ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ শতাংশ অর্জন নাও সম্ভব হতে পারে যা বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের স্থবিরতাকে তীব্রতর করতে পারে।

বিনিয়োগ ঘাটতির ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের অভাবের দিকে নির্দেশ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, ২০০০-২০১০ সময়ে বেকার মানুষের সংখ্যা প্রতিবছর গড়ে প্রায় ৫.২৯ শতাংশ হারে বেড়েছে এবং ২০০০ সালের ১.৭০ মিলিয়ন থেকে বেড়ে ২০১০ সালে ২.৬০ মিলিয়নে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ১০.৬ মিলিয়ন মানুষ দিন মজুর হিসেবে কাজ করছে যাদের কোন চাকুরীর নিরাপত্তা নেই। তদুপরি দেশে মোট যুব শ্রমশক্তির ৯.১ শতাংশ বর্তমানে কর্মসংস্থানের অভাবে বেকার রয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ভোক্তা মূল্যসূচকের ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির স্থিতিশীল প্রবণতা বজায় থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। মুদ্রানীতিতে উলেণ্ঢখিত এভারেজ কোর ইনফ্লেশানের (খাদ্য ও জ্বালানি বহির্ভূত), যা দীর্ঘমেয়াদে মূল্যস্ফীতির পরিমাপক, উচ্চ হারকে (ডিসেম্বর ২০১৬ এ ৭.৬ শতাংশ) বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি ভবিষ্যতে যেকোনো অর্থনৈতিক অভিগাতের ফলে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেতে পারে বলে সতর্ক করে।

বহিঃখাতের সাম্প্রতিক অসন্ড়োষজনক কর্মদক্ষতার দিকে নির্দেশ করে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' প্রকাশ করে যে বর্তমান অর্থবছরের জুলাই-নভেম্বের সময়ে চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ০.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হয়েছে যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে ১.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। উক্ত সময়ে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি (৯.৫ শতাংশ), রপ্তানি আয়ে তুলনামূলক কম প্রবৃদ্ধি (৬.২ শতাংশ) ও রেমিট্যান্স প্রবাহে ব্যপক হ্রাস (-১৫.৬ শতাংশ) বহিঃখাতের বর্তমান অদক্ষতার কারণ হিসেবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি উলেণ্ঢখ করে।

ব্যাংকিং খাতে মোট ঋণের তুলনায় 'নন পারফরমিং লোন' এর পরিমান ক্রমবর্ধমান যা উক্ত খাতে বিদ্যমান অদক্ষতার অপরিবর্তনীয়তাকে নির্দেশ করে। ব্যাংকিং খাতের বর্তমান ঋণ ব্যবস্থাপনা বিশেণ্ঢষণ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি দেখায় যে, মোট ঋণের অনুপাতে মোট 'নন পারফরমিং লোন' জুন ২০১৬ এর ১০.০৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৬ শেষে ১০.৩৪ শতাংশে উপনীত হয়।

অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক গুলোর আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাম্প্রতিক অবনতির দিকে ইংগিত করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করে যে সরকার ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে ২০০০ কোটি টাকা আর্থিক খাতে পুনঃমূলধন হিসেবে বিনিয়োগের জন্য বরাদ্দ করে। উক্ত খাতে অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার ফলে সৃষ্ট মূলধন ঘাটতি মেটাতে এই ধরনের সরকারি বিনিয়োগ জনগণের টাকার সদ্ব্যবহারের অভাবকেই নির্দেশ করে বলে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি মন্ড়ব্য করে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক গুলোতে বিদ্যমান অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার কারণ হিসেবে 'উন্নয়ন অন্বেষণ' ব্যাংকিং কার্যক্রমে নজরদারীর অভাব, আর্থিক কেলেঙ্কারি ও জালিয়াতির প্রকোপ, পরিচালনা ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় অদক্ষতাকে উল্লেখ করে।

অর্থনীতিতে কর্ম দক্ষতার বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব ও মুদ্রানীতির সর্বোত্তম সমন্বয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ তৈরি করার মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধির তাগিদ দেয় যা মোট দেশজ উৎপাদনের প্রবৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে তরান্বিত করবে।